ষষ্ঠ অধ্যায়

আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান ডিমাছা সমাজ ঃ

বর্তমান বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় এসে গেছে কারণ বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যুগ এসে গেলেও বিশ্বের সমাজ ও ঐতিহ্য আজ অবক্ষয়ের পথে। ভারতবর্ষের কথায় যদি আসি তাহলে দেখবো, প্রাচীন মুনি ঋষিদের তীর্থভূমি এই ভারতবর্ষে আজ প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতিক পরম্পরা এবং ঐতিহ্য সংকটাপন্ন। সমাজের জাতির উত্তরণের যে দিশা মহাপুরুষরা দেখিয়ে গেছেন বর্তমানে তার অস্তিত্ব মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়ার পথে। মানুষ এবং মানবতা যেখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেখানে দেখা যাচ্ছে ফাটল। অবক্ষয় তথা ঘুণ ধরে গেছে ঐতিহ্যে আর সমাজে। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য এবং বাঁচার উপায় হিসেবে মানুষ বেছে নিয়েছে ভিন্ন পথ। যা সমাজ এবং ঐতিহ্যকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দিচ্ছে। চারিদিকে এখন শুধু বিষময় পরিবেশ যার ফলে সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম অনুকরণ বা অনুসরণকেই আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেদের ভাষা ঐতিহ্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে বিপরীতমুখী ধারার দিকে ছুটে চলেছে। এর পরিণাম স্বরূপ আজ ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা ভুলে যেতে বসেছি আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বকে। ধীরে ধীরে আমরা আমাদের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছি। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এক সময় কত উন্নত ছিল, মহান এই সংস্কৃতির পুণ্য ধারায় স্নাত হয়ে ধন্য হয়েছিলেন কত মহামানবেরা এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষরা। বর্তমানে সেই ঐতিহ্যই ধ্বংসের পথে।

ভারতবর্ষের এই অবক্ষয়ে সমস্ত ভাষাগোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে সংকটাপন্ন অবস্থা যেখানে, সেখানে সামিল হয়েছে ডিমাছা উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। কারণ অবক্ষয় যখন এক বৃহৎ সমাজে শুরু হয় তখন এক এক করে সমস্ত কিছুকে ঘিরে তার প্রভাব পড়তে শুরু করে। বাদ যায় না ছোট ছোট উপজাতীয় জনগোষ্ঠীও। যেহেতু সমাজ ও ঐতিহ্যের বিস্তার এবং তার উপর পড়া বিভিন্ন ভাল বা মন্দের প্রভাবের পরিধি সীমাহীন। তবে মন্দের প্রভাবটাই খুব তাড়াতাড়ি পড়ে এবং তা সমাজের শিকড় পর্যন্ত ছড়িয়ে ঐতিহ্যের প্রাচীন মহীরুহকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অসুস্থ হয়ে পড়ে মানবিক সংস্কার, আচরণ, রীতিনীতি ও সামাজিক ঐতিহ্য। যেখানে সমস্ত ভারতবর্ষ অর্থাৎ তার ঐতিহাসিক পরম্পরা, নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন সেখানে ডিমাছা জাতি নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিই আজ ইতিহাস বিস্মৃত এবং ঐতিহ্য বিমুখ। তবে, আমার গবেষণা

কাজের জন্য আমি আলাদা করে এই ডিমাছা জাতির পরম্পরা ও ঐতিহ্যের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি।

শুধু ডিমাছা জাতি নয়, আজ ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিই ঐতিহ্য বিচ্যুতির পথে। তবে, যারা প্রান্তিক বা প্রান্তিকায়িত তারাই আজ সব চাইতে বেশি বিপন্ন। ডিমাছা জনগোষ্ঠী সে রকমই একটি গোষ্ঠী যাদের এক কালে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল অতীত ছিল, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লিখা হয়েছিল কিন্তু আজ এই জনগোষ্ঠীর কাছে রয়েছে বিপন্ন বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এক সময়ের রাজকীয় জনগোষ্ঠীর কেন এই পতন? শিক্ষা-দীক্ষা ধনে-জনে এবং সংস্কৃতিতে তারা কেন অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে? তাদের অধ্যবসায় কিংবা চেষ্টায় কি কোন ত্রুটি রয়ে গেছে? অথবা কেন তারা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, এসব নানা প্রশ্ন দেখা দেয় যখন তখন আমরা ডিমাছা গোষ্ঠীর উত্তরণের দিক খোঁজার চেষ্টা করি।

মহান মানবতা বোধই একে অপরের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বোধকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ঐতিহ্যের অবক্ষয় যেহেতু শুধু ডিমাছা সমাজের একার নয় সেইজন্য প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীকে সচেতন হয়ে পরস্পরকে সহায়তা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে এক মহান আদর্শ গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান ডিমাছা সমাজ অঞ্চল বিশেষে দুইভাগে বিভক্ত, এক উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলের (অধুনা ডিমা হাসাও রাজি) ডিমাছা ও সমতল কাছাড়ের ডিমাছা সমাজ গোষ্ঠী। যদিও প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে মেনে চলছেন কিন্তু সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এবং বলা যায় শিক্ষা-সংস্কৃতি ভাষা- সাহিত্য ইত্যাদি রক্ষার ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের ডিমাছাদের অস্তিত্ব বর্তমানে বিপন্ন। উত্তর কাছাড়ের ডিমাছারা কাছাড়ের ডিমাছাদের চাইতে সংখ্যায় বেশি।

> 'According to the 1971 Census, the total population of the district was 76,047 inhabiting 488 villages. Tribe-wise the population break up was Dimasas 27, 280'.[১]

বর্তমানে এর সংখ্যা নিশ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিশ্ব সন্ত্রাসের কালো ছায়া ধীরে ধীরে এদিকেও তার কালো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও বিপথগামী হওয়ার দরুণ সন্ত্রাসের বলি অথবা তাতে জড়িয়ে পড়ার পরিণতি স্বরূপ প্রাণ যাচ্ছে কত শত তরতাজা ডিমাছা যুবকদের। যারা আগামী প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। তাদের বিপথগামী করছে বর্তমান বিশ্বের বিষাক্ত পরিবেশ। সভ্যতার শিখরে পৌঁছে আজ মানুষ হয়ে পড়েছে বর্বর। আমাদের উচিত ছিল ভারতীয় মহান আদর্শ, যা পরম্পরাগতভাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি তাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া কিন্তু আমরা তা না করে পদতলে দলিত করছি আমাদের মহান ঐতিহ্যকে। লড়াই করছি

নিজেদের মধ্যে ভাষা নিয়ে, রাজ্য নিয়ে, জাত নিয়ে। তাহলে নিজস্ব ভাষা-ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করে শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হয়ে উঠবো কখন? যখন আর কিছুই বেঁচে থাকবে না, আর কিছুই করার থাকবে না আমাদের হাতে তখন।

আধুনিক ডিমাছা সমাজ খুবই শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। সমাজের ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সমাজ গঠনের জন্য নানাভাবে ঐকান্তিকতা ও সহমর্মিতার সঙ্গে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। তবে এরা সংখ্যায় তুলনামূলক কম। তাঁরা তাদের ঐতিহ্য রক্ষার মহান ভাবনাটাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে চান কিন্তু কার হাতে? ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বর্তমানে বিষাক্ত মায়াজালে আবদ্ধ। বিপথগামীরা শিক্ষিত তবুও তাদের বোধ এবং চিন্তাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত সেই মায়াজালে। তারা বুঝতেই পারছে না এর পরিণাম কত ভয়ঙ্কর।

সমতল কাছাড়ের ডিমাছারা অবশ্য কিছুটা সুরক্ষিত। কারণ সমতল কাছাড়ে সন্ত্রাসের কালোরূপ এখনও তার করাল গ্রাসের প্রভাব ফেলতে পারেনি। এখানে ডিমাছারা আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে নিয়েই নিজেদের অস্তিত্ব অটুট রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে যেহেতু এক অঞ্চলের ডিমাছার অস্তিত্ব রক্ষা হলেই হবে না তাই বৃহত্তর ডিমাছা সমাজকে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী যে অসুখে ভুগছে ডিমাছা সমাজও সেই মারণ রোগ থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। কিন্তু কোথাও না কোথাও এর থেকে উত্তরণের উপায় তো নিশ্চয়ই আছে।

সমাজে কাউকে না কাউকে তো সমাজ ভাঙ্গনকে প্রতিরোধ করার কাজ শুরু করতে হবে। তা ডিমাছা সমাজের মধ্য দিয়েই যদি শুরু হয়, ভালই তো। কিন্তু গলদ হয়ে গেছে অনেক আগেই যার পরিণাম বর্তমান ভারতবর্ষের ছবি।

তবে, খুশির কথা হচ্ছে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হলেও বর্তমানে ডিমাছারা অনেক আধুনিক হয়ে উঠেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি সবক্ষেত্রেই তাদের আগ্রহ এবং যোগদান উল্লেখনীয়।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অধ্যাপক থেকে শুরু করে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অফিসের বিভিন্ন পদে এবং নানা বিভাগে তাদের বর্তমান উপস্থিতি থেকে বুঝা যায় যে সাহিত্য ভূগোল-বিজ্ঞান ও নানা কারিগরী বিদ্যায় তাদের আগ্রহ অনেক গুণ বেড়েছে। এসবের সঙ্গে সঙ্গেও তারা রক্ষা করে চলেছে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে। অনেকে এখনও তাদের প্রাচীন জীবিকা কৃষিকেই কর্মোপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

সরল স্বভাবের বলে পরিচিত ডিমাছারা এমনিতে খুবই কর্মপটু এবং সৃজনশীল জাতি। তাই সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সমস্ত কাজই তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে চলেছেন বা চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ডিমাছা নারী সমাজ বর্তমানে প্রগতিশীল। ডিমাছা নারী সমাজে আগে থেকেই যেহেতু উদার সমাজ ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারমুক্ত ছিল। তাই বর্তমানে এই মুক্ত নারী সমাজে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটায় ডিমাছা সমাজ এক্ষেত্রে আরও গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডিমাছা নারীরাও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সম্মানীয় পদে অবস্থান করছেন। সংস্কারমুক্ত সামাজিক গঠনের জন্য বর্তমানে তারাও নিজের জাতি গোষ্ঠীকে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নতি ঘটিয়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিমাছা সমাজের উত্তরণ ঘটে গেছে বললেও ভুল হবে না। আবার নিজে শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের মানবিকবোধ, চরিত্র গঠন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির উপায় নিয়ে ভাবতে হবে। আবার ভাবলেই হবে না তা কার্যকরী করার জন্য সমাজ সংগঠন করে বৃহত্তর মানব সমাজকে জাগরূক করতে হবে। নিজেদের মহান ইতিহাসকে মনে করিয়ে দিতে হবে। সাহিত্য রচনা ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে জাতির বোধশক্তি ও বৃহত্তর মানবতাবাদী স্বরূপকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বলতে গেলে সাহিত্যই সমাজকে আদর্শের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বিভিন্ন কলা-কৃষ্টি, নাটক, অভিনয়, সাংস্কৃতিক পরিকল্পনায় থাকলে মানুষ কখনও বিপথগামী হয় না। কারণ এইসব শিল্প ঐকান্তিক ভাবধারায় মনটাকে জড়িয়ে রাখে যার ফলে কুপ্রভাব মনে প্রবেশ করতে পারে না। আবার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রগতিও সাধিত হয়।

একথা সত্যি যে, এই ডিমাছা সমাজেই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমরা জয়ভদ্র হাগজের (শিক্ষামন্ত্রী), নলিনীন্দ্রকুমার বর্মণ (ঐতিহাসিক), যতীন্দ্রলাল থাওসেন (গবেষক ও লেখক) দের মতো বিখ্যাত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পেয়েছি। অতএব সমাজে সম্ভাবনা বা সুযোগ ছিল না তা বলা যায় না। সুযোগ আজও আছে, শুধু দরকার ব্যক্তি সংগ্রামের। প্রতিপক্ষ কিংবা জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, এই সংগ্রাম নিজের আত্মা ও বোধশক্তিকে জাগিয়ে তোলার। আত্মানুসন্ধানের জন্য দীর্ঘসময় দরকার হলেও হবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাদের হবে সুনিশ্চিত। বর্তমান অবক্ষয় কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। যাঁরা ডিমাছা সমাজে বিরাট অবদান রেখে গেছেন, শিক্ষার আলো দান করে গেছেন তাদের অনুসরণ করে পথ চলতে হবে।

বর্তমান ডিমাছা সংস্কৃতি ও সমাজ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার গণ্ডীতে ঢুকে পড়েছে একথা সত্যি, কিন্তু সমাজ বিরোধী শক্তির প্রভাবে তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে যেভাবে অবক্ষয়ের পথে যাচ্ছে তার থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মানুসন্ধান। সঠিকভাবে আত্মানুসন্ধান করলে বুঝা যাবে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক।

কর্মযোগী পুরুষ বিবেকানন্দের আত্মগঠন ও চরিত্র গঠনের নির্দেশিত পথে চলার জন্য ডিমাছা প্রজন্মকে জাগরুক করতে হবে। তাদের মননে ধরিয়ে দিতে হবে মহাপুরুষদের মহামূল্য বাণী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা বা সমাজবাদী দৃষ্টিকোণকে অনুসরণ এবং তার আদর্শকে ডিমাছা সমাজে

প্রতিফলিত করাতে পারলে হয়তো কিছু সম্ভাবনা সূচিত হবে। তবে একাজ করা একা কারো দ্বারা সম্ভব নয়। শিক্ষিত সচেতন ডিমাছা সমাজকেই এই দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমান ডিমাছা প্রজন্ম ভারতবর্ষের এইসব মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত। সাংগঠনিক সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রচার কিংবা আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণের মহান আদর্শগুলোর সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। আত্মশুদ্ধি ঘটিয়ে দিতে পারলে শুধু ডিমাছা কেন সমস্ত আধুনিক প্রজন্ম জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নিজেদের অস্তিত্ব এবং দাবি ফিরে পাওয়ার লক্ষে সংগ্রাম অবশ্যই জরুরি কিন্তু সেই সংগ্রামকে হতে হবে সুস্থ সংগ্রাম। রক্তের বদলে রক্ত কখনও সুফল বা কার্যকরী লক্ষে পৌঁছে দেয় না। নিঃস্বার্থ দান এবং প্রতিদানের মাধ্যমে সমস্ত জাতিকে পরস্পরের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে মূল্য দিলে আজ এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না। তবে এখনও সময় চলে যায়নি। বৃহত্তর ডিমাছা সমাজ নিজেদের অস্তিত্বকে ফিরে পেতে চাইলে এখনি সচেতন হয়ে যাওয়া দরকার নতুবা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি কৃষ্টি-রীতিনীতি সমস্ত কিছু একদিন ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাবে। আত্মসমালোচনাই ডিমাছা জাতির একমাত্র উত্তরণের উপায়। আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস তথা পূর্ব পুরুষের মহান আদর্শ এবং অবদানকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। ভালমন্দ প্রত্যেক সমাজেই থাকে কিন্তু ভালোর কাজ মন্দকে প্রশ্রয় না দেওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ম ও ভক্তিযোগ সমস্ত মানুষের জন্য আজ বড় প্রয়োজন। সবাইকে একযোগে মন্দকে প্রশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রাণীজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জাতির কাছে এই আশা করাটা অমূলক নয়। যে বিষ বা বিরোধী শক্তি সমস্ত দেশ ও সমাজকে বিষাক্ত করে তুলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। পরস্পরের সাথে নয়। এই সংগ্রামে অস্ত্র নয় দরকার আত্মশুদ্ধি, একতা এবং সচেতন মানবতাবোধ। আমাদের অর্থাৎ সমস্ত জাতির ভাবনায় এই গুলো এসে গেলে কোন বিরোধী শক্তি সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে না। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি দিয়ে আমরা এর প্রতিরোধ করতে অবশ্যই সক্ষম হবো। দেশ ও সমাজে শান্তি ফিরে আসলে তবেই বাঁচবে আমাদের নিজস্ব ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তবে, আমার ধারণা সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন, ক্লান্ত হয়ে পাখি নীড়ে ফিরে আসার মতো আমাদের সমাজের বিপথগামীরা ক্লান্ত হয়ে সঠিক পথ চিনে নিয়ে মূলস্রোতে কিংবা শান্তির আশ্রয়ে চলে আসবে। তারা বুঝতে পারবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

তথ্যপঞ্জি ঃ

১। History of the Dimasas, Autonomous Council, N.C. Hills (Assam), Haflong, 1997, page no-5.